"নির্মাণ এবং নির্-মান এই দুইয়ের ব্যালেন্স দ্বারা দুয়া বা শুভাশীষের খাতা জমা করো"

আজ বাপদাদা নিজের হোলী হ্যাপী হংসবৃন্দের সভায় এসেছেন । চারিদিকে হোলী হংস দেখা যাচ্ছে। হোলীহংসের বিশেষত্ব সবাই খুব ভাল করেই জানো। সদা হোলী হ্যাপী হংস অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হৃদয় । এমন হোলীহংসদের স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হৃদয় হওয়ার দরুন প্রতিটি শুভ আশা সহজেই পূরণ হয়। সর্বদা তৃপ্ত আত্মা থাকে। শ্রেষ্ঠ সংকল্প করলেই পূর্ণ হয়। পরিশ্রম করতে হয় না। কেন ? সবচেয়ে কাছের স্বচ্ছ হৃদয়বান বাচ্চারা হল বাপদাদার সবচেয়ে প্রিয় । স্বচ্ছ হৃদয়বান সর্বদা বাপদাদার দিলতখতনশীন অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজিত , সর্বশ্রেষ্ঠ সংকল্প পূর্ণ হওয়ার কারণে বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে , কথায় , সম্বন্ধ-সম্পর্কে সরল এবং স্পষ্ট এক সমান দেখা দেয়। *সরলতার প্রমাণ চিহ্ন হল - হৃদয় , বুদ্ধি এবং বোল এক সমান*। হৃদয়ে এক, কথায় আরেক - এটা সরলতার চিহ্ন নয়। সরল স্বভাবের আত্মারা সর্বদা নির্মাণচিত্ত(নম্রতা) , নিরহংকারী এবং নির্স্বার্থ হয়। হোলীহংসদের বিশেষত্ব হল - সরল চিত্ত, সরল বাণী, সরল বৃত্তি, সরল দৃষ্টি ।

বাপদাদা এই বছরে সব বাচ্চাদের মধ্যে দুটি বিশেষত্ব তাদের চলন এবং চেহারায় দেখতে চাইছেন । সবাই জিজ্ঞাসা করে - এরপর কি করণীয় ? এই সীজেনের বিশেষ সমাপ্তির পরে কি করতে হবে ? সবাই ভাবো তাইনা - আগামী দিনে কি হবে ! আগে কি করবে ! সেবার ক্ষেত্রে তো যথাশক্তি মেজরিটি আত্মারাই খুব ভাল প্রগতি করেছে , এগিয়েছে। বাপদাদা এই উন্নতির জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন - খুব ভাল , খুব ভাল , খুব ভাল। তার সাথে রেজাল্টে একটি বিষয় দেখা গেল। সেটা কি শোনাব ? টিচাররা , ডবল ফরেনার্সরা শোনাব ? পান্ডবরা শোনাব ? হাত তোলো তবেই শোনাব , নাহলে নয়। (সবাই হাত তুলেছে) খুব ভাল। একটি জিনিস বাবা কি দেখলেন ? কারণ আজ স্বদেশে (বতনে) বাপদাদার নিজেদের মধ্যে রুহ-রিহান ছিল , কেমনভাবে রুহ-রিহান করবে ? দুজনে কিভাবে একে অপরের সঙ্গে রুহ-রিহান করবে ? যেমন এখানে এই দুনিয়ায় তোমরা মোনো অ্যাক্টিং (mono acting) করো তাইনা ! খুব ভালই করো। তো তোমাদের সাকার দুনিয়ায় একটি আত্মা দুটো পার্ট প্লে করে। আর বাপদাদা হলেন দুই আত্মা এক শরীর । তফাত হল কিনা ! তো খুবই মজার বিষয় ।

আজ বতনে বাপদাদার রুহ-রিহান চলেছে - কোন্ কথায় ? তোমরা সবাই জানো যে ব্রহ্মা বাবার প্রবল আগ্রহ কিসে ? জানো তো ভাল করে ? ব্রহ্মাবাবার প্রবল আগ্রহ এই বিষয়েই ছিল যে - শীঘ্রাতিশীঘ্র হোক। তো শিববাবা বললেন - বিনাশের জন্য ব্রহ্মা বাবার কাছে এক তালি নয়, বরং এক চুটকি বাজানোর মাত্র অপেক্ষা । কিন্তু তোমরা আগে ১০৮ নয় অর্ধেক মালা তো অন্তত তৈরী করে দাও। তো ব্রহ্মাবাবা কি উত্তর দিলেন ? বলো । (তৈরী হচ্ছে) আচ্ছা - অর্ধেক মালাও তৈরী নেই ? পুরো মালার কথা ছাড়ো , অর্ধেক মালা তৈরী হয়েছে কি ? (সবাই হাসছে) হাসছে মানে কিছু আছে! যারা বলছে অর্ধেক মালা তৈরী আছে, তারা হাত তোলো। তৈরী আছে? খুব কম জন বলছে। যারা মনে করো যে তৈরী হচ্ছে, তারা হাত তোলো। মেজরিটি বলছে তৈরী হচ্ছে আর মাইনরিটি বলছে হয়ে গেছে। যারা হাত তুলেছে যে তৈরী হয়ে গেছে, তাদের বাপদাদা বলছেন তোমরা নাম লিখে দিও। ভাল কথা তাইনা ! বাপদাদাই দেখবেন আর কেউ দেখবেন, কারণ সিল

হয়ে যাবে । বাপদাদা দেখবেন যে এমন যোগ্য আত্মারা কারা । বাপদাদা বলেন এমন হওয়া উচিত । তো এদের নাম নিও ছবি তোলো।

তখন ব্রহ্মাবাবা কি উত্তর দিলেন ? তোমরা সবাই তো খুব ভাল ভাল উত্তর দিয়েছ। ব্রহ্মাবাবা বললেন ব্যস শুধুমাত্র একটু দেরী আছে । তোমরা চুটকি বাজালেই তারা তৈরী হয়ে যাবে । তাহলে তো ভালো কথা তাইনা! তখন শিববাবা বললেন, সমগ্র মালা তৈরি আছে ? অর্দ্ধেক মালার জবাব তো পাওয়া গেছে, সমগ্র মালার জন্য জিজ্ঞেস করছি । সেখানে ব্যাপারে বলছে একটু সময় চাই । এই কথোপকথন চলেছে । কি জন্য সময়ের প্রয়োজন? কথোপকথনে তো প্রশ্ন উত্তরই চলে, তাইনা! কিসের জন্য সময় প্রয়োজন ? কোন্ বিষয়ের বিশেষ অভাব রয়েছে, যার জন্য মালা অর্ধেক হয়ে থেমে রয়েছে? তো চতুর্দিকের বাচ্চারা প্রতিটি এরিয়া, এরিয়া গুলি ইমার্জ করতে থাকল, যেমন তোমাদের জোন হয় , সেরকম এক একটা জোন নয় , জোন তো অনেক বড় হয় , তাইনা! এক একটি বিশেষ শহরকে ইমার্জ করে সকলের চেহারা দেখতে দেখতে ব্রহ্মা বাবা বললেন যে, একটি বিশেষত্ব শীঘ্রই এখন সব বাচ্চারা যদি ধারণ করে নেয়, তাহলেই মালা তৈরী হয়ে যাবে । কোন বিশেষত্ব ? তখন বাবা এটাই বললেন যে সার্ভিসে যত উন্নতি হয়েছে, সার্ভিস করে অগ্রসর হচ্ছে। ভালোই অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু একটা কথার ব্যালেন্স কম আছে । সেটা হল এই কথা যে নির্মাণ করতে তো ভালোই অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নির্মাণের সাথে নির্মানও (নির্-মান) প্রয়োজন - একটা হলো *নির্মাণ আর একটা হল নির্মান* । মাত্রার অন্তর, কিন্তু নির্মাণ আর নির্মান দুটোর ব্যালেন্সে অন্তর(পার্থক্য) আছে । সেবার উন্নতিতে নির্মাণতার (নম্রতা) পরিবর্তে কোথাও কোথাও কখনো কখনো স্ব-অভিমানও মিক্সড হয়ে যায় । যত সেবায় আগে বাড়বে তত যেন বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, বোলে, চালে নির্মাণতা দেখা যায় । এই ব্যালেন্সের এখন অনেক প্রয়োজন আছে । এখন পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যেরকম ব্লেসিং পাওয়ার কথা ছিল সেসব এখনো পাওয়া হচ্ছে না । আর পুরুষার্থ কেউ যতই করুক, ভালো কিন্তু পুরুষার্থের সাথে যদি ব্লেসিং এর খাতা জমা না হয় তাহলে তো দাতার স্টেজ, দয়ালু হওয়ার স্টেজের অনুভূতি হবে না । প্রয়োজন আছে স্বপুরুষার্থ আর সাথে সাথে বাপদাদা আর পরিবারের ছোট বড়ো সকলের ব্লেসিং । এই ব্লেসিং দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে । এই মার্ক্সে এডিশন হয় । কতও সার্ভিস করো , নিজের সার্ভিসের ধুনে আগে বাড়তে থাকো , কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাদের মধ্যে এই বিশেষত্ব দেখতে চাইছেন যে সবার সাথে নির্মাণতা, মিলেমিশে থাকার ক্ষমতা -- এইসব দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা হওয়া অনেক প্রয়োজন । তারপর এটা বোলো না যে আমি তো অনেক সার্ভিস করেছিলাম, আমি তো এই করেছিলাম, তারপরও নম্বর কম কেন ? এইজন্য বাপদাদা প্রথমেই ইশারা করছেন যে বর্তমান সময় পুণ্যের খাতা ভালো করে জমা করো । এমন চিন্তা কোরো না যে সে তো বদলাবে না, সে তো এমনই । যখন প্রকৃতি বদলাতে পারে তখন তোমরা কি এডজাস্ট করো না প্রকৃতির সাথে ? তাহলে কি কোনো ব্রাহ্মণ আত্মাকে এডজাস্ট করা যায় না ? বিপক্ষকে অ্যাডজাস্ট করো -- এটা হলো নির্মাণ আর নির্-মান - এর ব্যালেন্স! শুনলে !

বাপদাদা লাস্ট মিটিং - এ হোমওয়ার্ক তো দেবেন তাইনা! কিছু হোম ওয়ার্ক পাওয়া যাবে তাই না ! তো বাপদাদা আগামী সীজনে অবশ্যই আসবেন কিন্তু কিছু শর্ত অবশ্যই (কন্ডিশন) রাখবেন । দেখো সাকারের পার্ট চলেছে, অব্যক্ত পার্টও চলল, এতো সময় ধরে যে অব্যক্ত পার্ট চলবে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল । তো দুটো পার্টই ড্রামানুসারে চলেছে । এখন কোনও কন্ডিশন তো রাখতে হবে নাকি

! কী বলো তোমরা? এমনই চলতে থাকবে ? আজ বতনে প্রোগ্রামের বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়েছিল। তো বাপদাদার কথোপকথনে (রুহরিহানে) এটাও এসেছে যে ড্রামার পার্ট আর কতদিন? কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আছে কি?(দেরাদুনের প্রেম বোনের প্রতি) জন্ম পত্রিকা শোনাও, কত দিন? এখন এই প্রশ্ন উঠছে যে - কতদিন? তাই , কিন্তু ..... এসবের জন্য ছয় মাস তো রয়েছেই, তাই না ! ছয় মাস পরেই পরের সীজন শুরু হয়। তাই বাপদাদা রেজাল্ট দেখতে চাইছেন । পরিস্কার মন, তাতে যেন পুরোনো সংস্কারের, অভিমান অপমানের অনুভবের দাগ না থাকে ।

বাপদাদার কাছেও হৃদয়ের চিত্র বের করার মেশিনারী রয়েছে । এখানে এক্সরে-তে স্থূল হৃদয়কে দেখা যায় , তাইনা । কিন্তু বতনে হৃদয়ের চিত্র খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় । অনেক প্রকারের ছোট বড় দাগ দেখা যায়। কোনোটা হাল্কা, কোনোটা স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ।

আজ হোলি উৎসব পালন করতে এসেছো, না ! এটা লাস্ট টার্ন হওয়ায় প্রথমে হোম ওয়ার্ক বলে দেওয়া হল। কিন্তু তোমরা হোলীর অর্থ অন্যদেরও শুনিয়ে থাকো যে হোলী উৎসব পালনের অর্থ হল যেটা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে (past is past)। হোলী উদযাপনের অর্থ হল হৃদয়ে কোনো ছোট বড় দাগ না থাকা। একদম পরিষ্কার হৃদয় , সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন । বাপদাদা প্রথমে শুনিয়েছেন যে বাপদাদা বাচ্চাদের ভালোবাসেন, সেই কারণে বাচ্চাদের একটা কথা ভালো লাগে না । সেটা হলো যে, তারা পরিশ্রম অনেক করে । যদি হৃদয় পরিস্কার হয় তাহলে তো পরিশ্রম নয় , দিলারাম বাবা তো হৃদয়ে সমায়িত থাকবেন আর তোমরা বাচ্চারা দিলারাম বাবার হৃদয়ে সমায়িত থাকবে । হৃদয়ে তো বাবা বসেই আছেন । যে কোনো রূপেই মায়া - তা সে সূক্ষ্ম হোক বা রয়্যাল অথবা বড় আকারেই হোক না কেন , কোনো রূপেই আসতে পারবে না । স্বপ্ন বা সঙ্কল্পেও মায়া আসবে না । তাহলে তোমরা মেহনত মুক্ত হয়ে যাবে তাই না ! বাপদাদা মনসাতেও মেহনত মুক্ত দেখতে চাইছেন । যে মেহনত মুক্ত হবে সে-ই জীবন মুক্তির অনুভব করতে পারবে । হোলী উদযাপন অর্থাৎ মেহনত মুক্ত, জীবন মুক্ত অনুভূতিতে থাকা । এবার বাপদাদা মনসা শক্তি দ্বারা সেবাকে শক্তিশালী বানাতে চাইছেন । বাণী দ্বারা সেবা চলছে আর চলতে থাকবে কিন্তু এইসবে সময় বেশি লাগে, আর সময় হল কম আর সেবা অনেক । রেজাল্ট তোমরা সবাই শুনিয়েছ । এখন পর্যন্ত ১০৮ এর মালাও বেরোয় নি । ১৬ হাজার, ৯ লাখ -- এইসব তো অনেক দূরের পথে । এর জন্য এবার দ্রুত গতিতে কাজ করার দরকার । প্রথমে নিজেদের মনসাকে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছ তৈরি করো , এক সেকেন্ডও যেন ব্যর্থ না যায় । এখনও পর্যন্ত মেজোরিটির মধ্যে ব্যর্থ সঙ্কল্পের পার্সেন্ট রয়ে গেছে । অশুদ্ধ নয় কিন্তু ব্যর্থ, এইজন্য মনসা সেবা দ্রুত গতিতে হওয়া সম্ভব নয় । এখন হোলী উদযাপন অর্থাৎ মনসাকে ব্যর্থ থেকে হোলী (পবিত্র) বানানো ।

হোলী উৎসব পালন করেছ ? পালন করা অর্থাৎ পবিত্র হওয়া । দুনিয়ায় তো লোকেরা নানান রং দিয়ে হোলী খেলে, কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাদের ওপরে দিব্য গুণের, দিব্য শক্তির জ্ঞান গোলাপের রং ছড়িয়ে দিচ্ছেন ।

আজ বতনে আরো কয়েকটি সমাচার ছিল । একটি তো ছিল কথোপকথন, সেটার বিষয়ে শুনিয়েছি । দ্বিতীয়টি ছিল যে তোমাদের যে সকল ভালো ভালো সেবার সাথী যারা এডভান্স পার্টিতে গিয়েছে, তাদের আজ বতনে হোলী উদযাপনের দিন ছিল । যখন কোনো উৎসব অনুষ্ঠান আসে,

তখনই তো তাদের কথা তোমাদের স্মরণ আসে, তাইনা! দাদীদের, সখীদের, পাণ্ডবদের কথা মনে আসে, নয়কি! এডভান্স পার্টির অনেক বড় গ্রুপ তৈরী হয়েছে । এডভান্স পার্টির যদি নাম বলতে থাকি তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে । আজ বতনে সব প্রকারের আত্মারাই হোলী পালন করতে এসেছিল । সবাই নিজের নিজের পুরুষার্থের প্রালব্ধ অনুসারে বিভিন্ন পার্ট প্লে করছে । এডভান্স পার্টির পার্ট এখনও পর্যন্ত গুপ্ত আছে । তোমরা ভাবছো, তাঁরা কি করছেন ? তারা তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে যে সম্পূর্ণ হয়ে দিব্য জন্ম দ্বারা নতুন সৃষ্টির নিমিত্ত হও । সকলেই নিজেদের পার্টে খুশী । শুধু স্মৃতিতে এটা নেই যে আমরা সঙ্গমযুগ থেকে এসেছি । দিব্যতা আছে, পবিত্রতা আছে, পরমাত্ম লগনও আছে কিন্তু পরিস্কার ভাবে জ্ঞান ইমর্জ নেই । আসক্তিহীন (ন্যারা ভাব) তারা, কিন্তু যদি জ্ঞান ইমর্জ হয়ে যায় তাহলে তো সবাই মধুবনে ছুটে চলে আসতে চাইবে, তাইনা! কিন্তু এঁদের পার্টি অদ্ভুত ভাবে পৃথক। জ্ঞানের শক্তি আছে । শক্তি কমে যায়নি। নিরন্তর মর্যাদা পূর্বক গৃহের পরিবেশ, মাতাপিতার সন্তুষ্টতা এবং স্থূল উপকরণও তাদের কাছে রয়েছে । মর্যাদার বিষয়েও তারা পাক্কা । যদিও সবই নম্বর অনুসারেই কিন্তু বিশেষ আত্মারা বিশেষ রকম পাক্কা । তারা অনুভব করে যে আমাদের পূর্ব জন্ম এবং পুনর্জন্ম মহান ছিল আর থাকবেও । মেজোরিটিতে সকলের চেহারায় এক রয়্যাল ফ্যামিলির তৃপ্ত আত্মা, ভরপুর আত্মা, প্রফুল্ল আত্মা এবং দিব্য গুণ সম্পন্ন আত্মা দেখায় । এ সবই হল তাদের হিস্ট্রি। কিন্তু বতনে কি হল ? হোলী কিভাবে পালিত হল ? তোমরা দেখে থাকবে যে হোলীতে নানান রঙের, শুকনো রঙের থালা ভরে রাখা হয় , তাই বতনেও যেমন শুকনো রং থাকে -- সেরকম অনেক মিহি চকমকে হীরেও ছিল কিন্তু ভারি ছিল না । হাতে রং নিলে যেমন রং হালকা লাগে, সেরকম বিভিন্ন রঙের থালা ভরা হীরে ছিল । যখন সবাই এসে গেল, তখন বতনের স্বরূপ কিরকম হয় , জানো কি ? সেটা লাইটেরই হয় । দেখেছো না ! লাইটের প্রকাশিত কায়া তো প্রথমেই আলোকিত করতে থাকে । তো বাপদাদা সবাইকে তাদের সঙ্গমযুগী শরীরে ইমার্জ করলেন । যখন সঙ্গমযুগী শরীরে ইমর্জ হলেন, তখন তারা একে অপরের সাথে মিলিত হতে লাগলেন । এডভান্স পার্টির জন্মের কথা ভুলে তাদের সামনে সঙ্গমের কথা ইমার্জ হল । তোমরা বুঝতে পারছ যে সঙ্গমযুগের কথা যখনই একে অপরের সাথে করা হয় তখন কত আনন্দ হয় । একে অপরের সাথে আনন্দের সাথে খুশী আদানপ্রদান করছিল । বাপদাদাও দেখেছিলেন - এরা আনন্দে যখন মেতে রয়েছে তখন তাদের কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে দেওয়া হোক । নিজেদের জীবনের গল্প একে অপরকে শোনাচ্ছিল । বাবা এই বলেছিলেন, বাবা আমাকে ভালোবেসে শিক্ষাও দিয়েছিলেন । বাবা এরকম বলতেন, বাবা , বাবা , বাবা-বাবা-ই ছিল । কিছুক্ষণ পর কি হল ? সকলের সংস্কার কেমন হতে পারে তা তো তোমাদের জানাই আছে । এই গ্রুপে সবচেয়ে আনন্দ কে দিচ্ছিলেন ? (দিদি আর চন্দ্রমণি দাদী) । এবার দিদি প্রথমে উঠে চন্দ্রমণি দাদীর হাত ধরে রাস করতে লাগলেন । আর দিদি যেমন এখানে বিভোর চলে যেত, সেইরকম সেই নেশায় রাসনৃত্য করলেন । মাম্মাকে মাঝে দাঁড় করিয়ে তাঁকে সার্কেল করে সবাই একে অপরের সাথে লুকোচুরি খেলছিলেন। সবাই অনেক খেলল, সেসব দেখে বাপদাদাও মিটি মিটি হাসছিলেন । হোলী উৎসব পালন করতে এসে খেলাতে মেতেছে সবাই । কিছুক্ষণ পর সবাই বাপদাদার বাহুর মাঝে সমায়িত হয়ে গেল আর সকলে বাবার প্রতি ভালোবাসায় লীন হয়ে গেল। এরপর নানান রঙের যে হীরে ছিল, যেমন কোনো জিনিসের চূর্ণ হয়, সেরকম মিহি কিন্তু চকচকে উজ্জ্বল, বাপদাদা সবার ওপরে ছড়িয়ে দিলেন । সকলে তো এমনিতেই চকমক করছিল, তার ওপরে বিভিন্ন রঙের হীরে পড়াতে সবাই আরো সেজে উঠল । লাল, হলুদ, সবুজ .....যে যে সাতটি রঙ আছে, সেই সাতটি রঙ ছিল । সবাই এমন ঝলমল করছিল যে সত্যযুগেও এমন ড্রেস হবে না ।

সবাই খুব আনন্দেই ছিল । তারপর একে অপরকে রঙ দিতে লাগল । আনন্দ করতে পারে এমন বোনেরাও তো অনেক ছিল ! অনেক অনেক আনন্দ করেছে । এত আনন্দের পরে কি হয় ? বাপদাদা সবাইকেই ইনএডভান্স ভোগ খাওয়ালেন । তোমরা তো কাল ভোগ লাগাবে, কিন্তু বাপদাদা মধুবনের , সঙ্গমযুগের, নানান প্রকারের ভোগ সবাইকে খাওয়ালেন। আর তার মধ্যে বিশেষ করে হোলীর ভোগ কোনটা ছিল জান ? (মিষ্টি পুরি আর জিলিপি, গেওর-জলেবী)। তোমরা গোলাপের ফুলও ভাজো, তাইনা! সঙ্গমযুগেই ভ্যারাইটি ভোগ খাওয়ানো হয় । তোমাদের আগে তারা ভোগ গ্রহন করেছেন । তোমরা কাল পাবে । আচ্ছা! অর্থাৎ নেচে গেয়ে উৎসব ভালোই পালন করা হল । সবাই মিলে বাহ বাবা, মেরা বাবা, মীঠা বাবা গান গেয়েছে । তাহলে নাচ , গান, খাওয়া হল, আর শেষে কি হয়ে থাকে ? অভিনন্দন আর বিদায় । তাহলে তোমরাও পালন করলে? নাকি শুধু শুনলে ? তার আগে প্রথমে এখন ফরিস্তা হয়ে প্রকাশমান খায়া হয়ে যাও । হতে পারো তো নাকি কি ? মোটা শরীর কি ? না । সেকেন্ডে ডবল লাইটের চকচকে স্বরূপ ধারণ করো । হতে পারবে ? একদম ফরিস্তা । (বাপদাদা সকলকে ড্রিল করালেন) । এখন নিজের উপরে নানান রঙের চকচকে হীরে সূক্ষ্ম শরীরে ছড়িয়ে দাও আর সদা এইরকম দিব্য গুণের রঙ, শক্তির রঙ, জ্ঞানের রঙে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তোলো । আর সবচেয়ে বড় রঙ বাপদাদার সঙ্গের সেই রঙে সবসময়ই নিজেকে রাঙ্গিয়ে রাখো । এইভাবে অমর ভব ! আচ্ছা !

এমন দেশ বিদেশের ফরিস্তা স্বরূপ বাচ্চাদেরকে, সর্বদা সাফ দিল অর্থাৎ স্বচ্ছ মন, প্রাপ্তি সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে, সত্যিকারের হোলী উদযাপন অর্থাৎ অর্থ সহ চিত্রকে প্রত্যক্ষ রূপে আনতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে, সদা নির্মাণ(বিনম্র) আর নির্-মানের ব্যালেন্স রাখতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে, সদা আশীর্বাদের পুণ্যের খাতা জমা করতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক পদমাপদম (পদমগুনা) স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

বরদান -: সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে বেফিকর স্থিতির অনুভব করার জন্য পরমাত্ম স্নেহী ভব!

যে বাচ্চারা পরমাত্ম প্রিয় হয়, তারা সর্বদা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকে । তখন কারোর সাহস নেই যে দিলারাম বাবার হৃদয় থেকে তাদের আলাদা করে । এইজন্য তোমরা দুনিয়ার সামনে গর্বের সাথে বলতে পারো যে আমরা হলাম পরমাত্ম প্রিয় । এই গর্বের নেশায় থাকার ফলে সবাই চিন্তা মুক্ত থাকে । তোমরা কখনও ভুল করেও বলতে পারো না যে আজ আমার মন একটু খারাপ আছে, আমার ভালো লাগছে না ..... এইসব হল ব্যর্থ বোল । 'আমার' বলা মানে মুশকিলে পড়া ।

স্লোগান -: যে কোনো প্রকারের দোলাচলকে সমাপ্ত করার সাধন হল -- ড্রামায় অটুট নিশ্চয়তা।